



কোনো কারনই নারীরা দণ্ডবৎ প্রণাম করনে না

কোনো কারনই নারীরা দণ্ডবৎ প্রণাম করনে না ----যে কারণে নারীদের স্তন মাটিতে ছোঁয়ানো নষিধে।

নারীরা করবনে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম ।

পঞ্চাঙ্গ প্রণামের পছেনরে করুণাময়. কাহিনী (শাস্ত্রসম্মত)

ভোরের আলোয়. মন্দিরের উঠানে ধুয়ে-মুছে পরষিকার। শঙ্খধ্বনি থমমে গলে এক নঃশব্দ ভক্তমিয়. মুহুর্ত নমে আসে।

সই সময়. এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য তাঁর শষ্যদের বলছিলনে

“প্রণাম কবেল দেহেরে ভঙ্গিনিয., এটি হৃদয়ের ভাষা।”

তনি স্মরণ করালনে এক প্রাচীন কাহিনী।

শাস্ত্ররকথা অনুযায়ী, এই পৃথিবী **ভূদেবী** মা রূপে সকল প্রাণকে ধারণ করনে।

পাহাড়-নদী-অরণ্য যমেন তাঁর কোল, তমেনই মানবদেহেও তাঁর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে। ভক্ত যখন প্রণাম করনে, তখন দেহে নয. অহংকারই মাটিতে নত হয়।

পুরুষেরো **দণ্ডবৎ প্রণাম** করনে সমগ্র দেহ মাটিতে রেখে।

এতে দেহেরে শক্তি, অহং ও কর্তৃত্ব সবই ভগবানের চরণে সমর্পতি হয়।

কন্তু নারীর প্রণাম ভিন্ তাঁরা করনে **পঞ্চাঙ্গ প্রণাম**। কেনে?

শাস্ত্র বলে, নারীর দেহে মাতৃত্বের শক্তিনিহিতি য়ে শক্তিসৃষ্টির, ধারণের, লালনের।

সই শক্তির প্রতীক স্তনকে ভূমিতে স্পর্শ করানো নষিধে কারণ ভূদেবী নজিও মা;

আর মা মাযরে ভার ননে না। এই নষিধে কোনো অবমাননা নয়, বরং গভীর সম্মান।

একদিন এক ভক্তিনী কটৌতুলভরে জিজ্ঞেসে করলনে,

“মহারাজ, তাহলে কি আমার প্রণাম অসম্পূর্ণ?”

আচার্য মৃদু হসে উত্তর দলিনে

“না কন্যে, তোমার প্রণাম তো আরও পূর্ণ। কারণ তুমি দহে নয়, **মর্যাদা রক্ষা করে** আত্মসমর্পণ করছ।”

তিনি ব্যাখ্যা করলনে, পঞ্চাঙ্গ প্রণামে দুই হাঁটু, দুই হাত ও কপাল এই পাঁচটি অংশ ভূমি স্পর্শ করে। এতে বনিয় আছে, শূচিতি আছে, আর আছে মাতৃত্বের শক্তির প্রতি সম্মান। ভগবান হৃদয়ের ভক্তি গ্রহণ করেন। ভক্তি পরিমাপে নয়।

এই কাহিনী আমাদের শেখায়।

ভক্তির পথ একরকম নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই।

যখনে পুরুষ দহে শূইয়ে দনে, সখনে নারী মর্যাদা আগলে নত হন।

দুটই শূদ্ধ। দুটই গ্রহণযোগ্য।

ভগবান প্রণামের ভক্তি নয়, প্রণামের ভক্তি গ্রহণ করেন।

আর শাস্ত্র সেই ভক্তিকে রক্ষা করতই নারীর জন্য পঞ্চাঙ্গ প্রণামের পথ দেখিয়েছে। মাতৃত্বের মহিমা অকুণ্ণ রেখে।

এই কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। সনাতন ধর্মে নারী ও পুরুষের পার্থক্য বিভাজন নয়, বরং সৌন্দর্য।

জ্ঞান যদি মূল্যবান মনে হয়, তাহলে শেয়ার করুন --- কারণ জ্ঞান ভাগ করলে জ্ঞান বাড়ে।

